জনকণ্ঠ

তারিখ 29 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

চবি অফিসার সমিতিকে পকেট সংগঠনে পরিণত করার আশঙ্কা ॥ কাল নির্বাচন

আবদুল মালেক, *চবি*

এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার সমিতিকে পকেট সংগঠনে পরিণত করার পায়তারা চলছে। আগামীকাল ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য সমিতির কার্যকরী সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমে এই পকেটকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ওয়াকিফহাল অফিসারগণ। এ নিয়ে অফিসারদের মাঝে চলছে চাপা উত্তেজনা। ফলে নির্বাচন জমজমাট হলেও জয়-পরাজয় নিয়ে আগাম মুখ খুলেছে না কেউ। সমিতির কার্যকরী সংসদের ১১টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৩ জন। মোট ভোটার ২৬৫ জন। জোট প্রশাসনের আমলে সমিতির এটাই প্রথম নির্বাচন। ফলে অন্যান্য বারের চেয়েও এই নির্বাচন প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, এই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে অফিসারদের দাবিদাওয়ার কার্যকারিতা ও প্রশাসনের গতিশীলতা।

১১টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৩ জন

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম ভার্সিটি অফিসার সমিতির দ্বন্দ্ব শুরু হয় চলতি বছরের গোড়ায়। সে সময় সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এনে নির্বাচিত সভাপতিকে বহিষ্কার করা হয়। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে চলছিল ব্যাপক রশি টানাটানি। সে বিরোধ এবারের নির্বাচনেও বড় ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনকি কোন কোন শিক্ষকও এবার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন বলে প্রবল আপত্তি উঠেছে। অন্যদিকে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে অফিসার সমিতির দাবি-দাওয়ার বহর। এ নিয়ে কর্তৃপক্ষ রয়েছে প্রচণ্ড চাপের মুখে। আশঙ্কা রয়েছে তীব্র আন্দোলনের। ফলে অফিসার সমিতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে প্রশাসনের নিজস্ব লোক বসানো জরুরী হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় এবারের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রশাসনের আস্থাভাজন লোক। মূলত সমিতিকে পকেট সংগঠনে পরিণত করার জন্যই তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসেছেন বলে মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের আশঙ্কা।

এবার সমিতির সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রধান হিসাব নিয়ামক ছিদ্দিকুর রহমান ভূঁইয়া ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জাকের আহমদ। জানা গেছে, জনাব ভূঁইয়া 'হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট' হিসাবে 'অত্যন্ত নিরপেক্ষ' ও নিরীহ লোক। অন্যদিকে জাকের আহমদ আন্দোলনমুখী জামায়াত নেতা এবং বর্তমানে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অফিসার ফেডারেশনের মহাসচিব। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সদস্যগণ কারও ব্যাপারেই মুখ খুলছেন না। সাধারণ সম্পাদক পদের ৩ প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান রশীদ, সেকশন অফিসার নাজিমউদ্দিন ও বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজী জালাল। স্থানীয় প্রভাব নিয়ে ৩ জনই লড়ছেন সমানভাবে। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে কাজী জালাল ও শাহজাহানের মধ্যে। সমিতির গুরুত্বপূর্ণ কোষাধ্যক্ষ পদে বিচক্ষণ সহকারী রেজিস্ট্রার ফরিদ আহমদ চৌধুরীর বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেকশন অফিসার রফিক উল্লাহ। অন্য প্রার্থীরা হলেন সহসভাপতি পদে ৩ জন যথাক্রমে আবদুল মোনায়েম, আবদুল মাবুদ মল্লু ও আবুল কাসেম। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আবু তাহের চৌধুরী ও মনোয়ার আলি। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ফরহাদ হোসেন ও সেকান্দর আলম। সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে মজিবুর হোসেন ও ইমদাদুল হক। ৪টি সদস্য পদে ৭ জন যথাক্রমে আবুল মহসীন চৌধুরী, সামশুল আলম, সৈয়দ মোশলেম উদ্দিন, সব্বির আহমদ, নাছির উদ্দিন চৌধুরী, নুরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ শোয়েব।

নির্দলীয়ভাবে ও প্যানেলবিহীন নির্বাচনে অবতীর্ণ হলেও প্রার্থীরা নিজ নিজ রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা পরিচিত। সে হিসাবে এবারের বেশিরভাগ প্রার্থীই বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক বলে জানা গেছে। আবার কোন কোন প্রার্থীর কোন রাজনৈতিক দল নেই– তারা কেবল 'মালিশ পার্টির' সদস্য বলে ভোটারগণ জানান। এই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে সমিতির বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদৌ বাস্তবায়ন হবে নাকি সমঝোতা প্রক্রিয়ায় তলিয়ে যাবে।